তোরের কাগজ

49

তারিখ ... ... OCT...1 2 1999 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২.....

উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষা প্রসঙ্গে

যশোর শিক্ষা বোর্ডের যে সকল ছাত্রছাত্রী ১৯৯৯ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল পুনঃনিরীক্ষার আবেদন করেছে তাদের পুনঃনিরীক্ষার ফলাফল দেওয়া হচ্ছে না এ মর্মে কতিপয় পত্রপত্রিকার যে সংবাদ ছাপা হয়েছে তা বোর্ড কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি গোচর হয়েছে। এ বিষয়ে ভুল বোঝাবুঝি ও বিভ্রান্তি অবসানের লক্ষ্যে যশোর শিক্ষা বোর্ডের বক্তব্য নিম্নরূপ :

পুনঃনিরীক্ষার প্রক্রিয়াটি এরূপ যে, পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের এক মাসের মধ্যে পুনঃনিরীক্ষার আবেদন বোর্ডে গ্রহণ করা হয়। আবেদনপত্রগুলো প্রক্রিয়াজাত করে বান্ডেল নম্বর ও ক্রমিক নম্বর পাওয়ার জন্য কম্পিউটার কেন্দ্রে পাঠাতে আরো একমাস সময় লেগে যায়। অতঃপর পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে কম্পিউটার কেন্দ্র থেকে বান্ডেল নম্বর ও ক্রমিক নম্বর পাওয়া মাত্র বিভিন্ন প্রধান পরীক্ষকের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উত্তরপত্র চাওয়া হয়। প্রধান পরীক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের কাছ থেকে উত্তরপত্রগুলো বোর্ডে পৌছাতে আরো এক মাস সময় লেগে যায়। উত্তরপত্রগুলো বোর্ডে পৌছামাত্র বিশেষ নিরীক্ষকদের মাধ্যমে পুনঃনিরীক্ষণ করে প্রাপ্ত ফলাফল পুনরায় কম্পিউটার কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়। তার পরপরই পুনঃনিরীক্ষণ ফলাফল প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এভাবে ১০ থেকে ১৫ হাজার উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষণ কাজ দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করতেও প্রায় চার মাস সময় লেগে যায়।

ফলে পুনঃনিরীক্ষার জন্য আবেদনকারীদের এ সময়ের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। উল্লেখ্য, বোর্ড কর্তৃপক্ষ বিষয়টি তরান্বিত করার সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। পুনঃনিরীক্ষার জন্য আবেদনকারীদের ইতিমধ্যে পরবর্তী বছরের পরীক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা থাকলে পুনঃপরীক্ষার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা না করে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার পরামর্শ দেওয়া গেলো।

এ বি এম সাত্তার
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড,
যশোর।